ক্ষতিপূরণ, ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ স্বাস্থ্য কমিশনের

আজকালের প্রতিবেদন

একাধিক হাসপাতালকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ও নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন।

উমেশ আগরওয়াল অভিযোগ জানান রিপোজ নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। এন্টালির বাসিন্দা দীনেশ আগরওয়াল (৩০) বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ভর্তি হন সেখানে। ১০ হাজার টাকা জমাও করা হয়। কিন্তু ভোর পাঁচটায় ভর্তি হলে, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোনও চিকিৎসক আসেননি বলে অভিযোগ। দু'ঘণ্টা পরে রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ হাজার টাকাও ফেরত দেয়নি ওই নার্সিংহোম। ওই ১০ হাজার টাকা ফেরত এবং ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অসীমকুমার ব্যানার্জি।

সুনীলকুমার সাহা অভিযোগ করেন রয়েড নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। ৩৩ বছরের অঞ্জনা সাহা দাঁতের সমস্যা নিয়ে কসমেটিক সার্জারির জন্য যান গত বছর ২৮ মে। অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে শক্ হয়। পরে অন্যত্র চিকিৎসা করান। ইনজেকশন সিরিঞ্জ সংগ্রহ করে রাখেনি নার্সিংহোম। ফলে ওষুধ থেকে সমস্যা হয়েছে কি না জানতে পারেনি কমিশন। এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোভিডে অতিরিক্ত বিল, পিপিই চার্জ বেশি, ওষুধে ছাড় না দেওয়ার অভিযোগে হরাইজন লাইফলাইন মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালকে দুটি মামলার একটিতে ৯৭ হাজার, অন্যটিতে ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ফেরতের নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। গত বছর আগস্ট মাসে একই পরিবারের দুই রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

ইকবালপুরের সগুপ্তা নিখাত সিএমআরআই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এ বছর ১১ জানুয়ারি ডেলিভারি হয়। ১৪ জানুয়ারি ছুটি পান। অভিযোগ, চিকিৎসা-নথির তথ্য রোগীকে ঠিকঠাক দেওয়া হয়নি। শিশুর পায়ের ত্রুটির কথা জানানো দূরের কথা, ঠিকমতো কাউন্সেলিংও করা হয়নি। হাসপাতালকে চিঠি দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও একটি হাসপাতালকে ভুল-বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা চাইতে বলেন অসীমবাবু। আরও দুটি মামলায় বিলের সমস্যা হওয়ায় ১৩ হাজার টাকা ছাড়ের এবং ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

রাকেশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পামেলা

প্রসেনজিৎ আচার্য

কোকেন-কাণ্ডে ধৃত বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের বোমা ফাটালেন বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পামেলা গোস্বামী। পুলিশ পামেলাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই আক্রমণের বর্শামুখ করেছিলেন রাকেশ সিংকে। এদিনও তা অব্যাহত রইল। আরও বিস্ফোরক কিছু কথা বললেন। রাকেশ সিং এখন পুলিশ হেফাজতে। পামেলা গোস্বামী, তাঁর বন্ধু প্রদীপকুমার দে এবং দেহরক্ষী সোমনাথ চ্যাটার্জিকে ফের ৪ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশের নারকোটিক সেল এবং গুন্ডাদমন শাখার অফিসাররা রাকেশ যে বাড়িতে থাকেন, তার পাশের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান।

প্রতিবাদ পামেলা গোস্বামীর। বৃহস্পতিবার, আলিপুর আদালতে। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

এদিন আদালতে ঢোকার আগে এবং পরে এমনকী কোর্ট লকআপে পামেলা দফায় দফায় রাকেশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। কোর্ট লকআপ থেকেই চেঁচিয়ে বলেছেন, 'পুলিশ হেফাজত চাই, পুলিশ হেফাজত চাই।' পামেলা এদিন দুপুরে আলিপুর আদালতের বাইরে অভিযোগ করেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আমি আশঙ্কা করছিলাম আমাকে অস্ত্র কিংবা মাদক আইনে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। আমার কাছে সমস্ত কথোপকথনের রেকর্ডিং আছে। রাকেশের লোকজন আমার গাড়িতে মাদক রেখে গেছে।'

পামেলা বলেন, কেউ দোষ না করলে পালিয়ে যাবে কেন? পুলিশ ঠিক তদন্ত করছে। মেরে কো ভরোসা হ্যায়। সত্যের জয় হোক। তিনি বলেছেন, 'আমাকে নিত্যানন্দ রায় নামে একজনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে হেনস্থা করেছে রাকেশ। মারধর করেছে। আমাকে ফাঁসানো হবে জানতাম। আমার ওপর রাকেশের ইন্টারেস্ট ছিল। আমাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। আমার কাছের লোকেদের খুন করিয়ে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছিল। পুলিশ ঠিক তদন্ত করেছে। ভয়েস এভিডেন্স আছে।'

আদালতে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলা নিয়ে বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। পামেলাকে বলতে শোনা যায়, তুই চুপ কর। এমন সময় আদালতে আসেন পামেলার মা মধুছন্দা গোস্বামী। পামেলার বোনও আসেন। পামেলা মাকে ধমকে বলেন, তুমি এখানে কেন? এদিন সরকারি আইনজীবী সুরেশপ্রসাদ সিং আদালতে বলেন, 'রাকেশ, পামেলা, প্রদীপকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার প্রয়োজন আছে। তদন্তের স্বার্থেই পুলিশি হেফাজতের প্রয়োজন আছে।

পামেলা কেন রাকেশের ওপর এত ক্রুদ্ধ, সেদিকটি এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রাকেশের বিরুদ্ধে পামেলা এতদিন কেন থানায় অভিযোগ জানাননি? পুলিশের প্রশ্ন সেখানেই। পামেলার মোবাইলে অডিও ক্লিপ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেখানে কার কার সঙ্গে পামেলার কথা হয়েছিল, কী কী বিষয়ে তা দেখা হচ্ছে।

মিষ্টিমুখ। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জিকে। রয়েছেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, মিষ্টি উদ্যোগ-এর সভাপতি ধীমান দাস। কোভিড-পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে কীভাবে মিষ্টির চাহিদা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। বাংলার রসগোল্লার 'জিআই' পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। ছিলেন মিষ্টি উদ্যোগ-এর চেয়ারম্যান রাহুল চৌরাসিয়া প্রমুখ। ছবি: তপন মুখার্জি

দক্ষিণ কলকাতায় এই প্রথম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে

২১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১
দুপুর ২টো থেকে রাত ৯ টা
বইমেলায় প্রবেশ অবাধ

স্থান : তালতলা মাঠ
ই.ই.ডি.এফ.-এর পাশে
সাউথ্ সিটি মল-এর কাছে

একুশে বইউৎসব

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড
গিল্ড হাউস, ২বি ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
ফোন: 8274004588 ইমেল: guildpb@gmail.com

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

টিকা নিলেন লক্ষাধিক

আজকালের প্রতিবেদন

আবারও টিকা প্রাপকের সংখ্যা লক্ষ ছাড়াল বৃহস্পতিবার। ৯২ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে এদিন। এদিন ১,০০,৭২২ জন টিকা নিয়েছেন। স্বাস্থ্যকর্তারা খুশি। ১৭ জানুয়ারি রাজ্যে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। ধীরে ধীরে টিকাপ্রাপকের সংখ্যা বাড়ছে। ১৬,৫৯১ জন এদিন কোভ্যাক্সিন টিকা নিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে কোভ্যাক্সিন টিকাপ্রাপকের সংখ্যা ৮৬,৪৩৮। এদিন ১৯,৯৯৯ জন করোনার দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করেছেন। পোর্টাল সমস্যা বহাল থাকার মধ্যেই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৭ হাজার টিকা নিয়েছেন। এদিন কারও কোনও শারীরিক অসুস্থতার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

রাজ্যে করোনায় সুস্থতার হার ৯৭.৬৩ শতাংশ। এদিন সেরে উঠেছেন ২১৯ জন। মোট সুস্থ ৫,৬০,৮৮৭। নতুন করে ১৯৯ জন আক্রান্ত। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭৪,৫০০। বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্ত ৩,৩৫৩। এদিন ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে মোট মৃত ১০,২৬০।

আরও খবর

একদিনে জমা ২৫ কোটি পার

কলকাতা পুরসভার ওয়েভার স্কিমে বিপুল সাড়া মিলেছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, একদিনে ২৫ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব জমা পড়েছে পুর কোষাগারে। আশাবাদী পুর কর্তৃপক্ষ। নাগরিকদের স্বার্থে কলকাতা পুরসভা ওয়েভার স্কিম চালু করে। সম্পত্তি করের সুদ ও জরিমানার ওপর ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। উৎসাহ দেখেই বাড়ানো হয় ওয়েভার স্কিমের সময়সীমা। জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে ওয়েভার স্কিমের সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি করা হয়। বর্ধিত সময়ের শেষ সপ্তাহে পৌঁছে একদিনে ২৫ কোটির বেশি টাকা জমা পড়ে পুরসভায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার হলেও ট্রেজারি ও অ্যাসেসমেন্ট দপ্তর খোলা রাখা থাকবে। যাতে শেষদিনেও মানুষ সম্পত্তি কর জমা দিতে পারেন।

হারাকিরি!

হারাকিরির মতো ঘটনা। পাটুলি থানা এলাকায় ৬৩ বছর বয়সি উত্তম সাহা নিজের তলপেটে নিজেই ছুরি চালিয়ে দেন। এই খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ছুটে যায়। পুলিশ গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্ত্রী অর্চনা সাহা এবং ছেলে বিশাল সাহা। নিজের ঘরেই ওই বৃদ্ধ এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। পেশায় অটোচালক উত্তমবাবু বেশ কিছুদিন ধরেই স্নায়ুর অসুখে ভুগছিলেন। এছাড়াও অবসাদ ছিল তাঁর। নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। ছুরি জোগাড় করে নিজেই নিজের পেটে চালিয়ে দেন। এখন এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

প্রতারক গ্রেপ্তার

নিজেকে বড় ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ২৯ লক্ষ টাকার সোনার গয়না হাতিয়ে ধরা পড়েছে এক প্রতারক। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ অশোক রাঠিকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, কিছুদিন আগে অশোক একটি বড় গয়নার দোকানে গিয়ে বড় ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন। দামি দামি গয়না নেন। ২৯ লক্ষ টাকার গয়না কেনেন। এরপর চেক দেন। পরে চেক বাউন্স করে। বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি যোগাযোগ করছিলেন না। ৯ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়
নবরূপে সজ্জিত উন্নততর পরিষেবা সমৃদ্ধ
রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র,সল্টলেক-এর
শুভ উদ্বোধন

স্থানঃ প্রাণীসম্পদ বিকাশ ভবন প্রাঙ্গণ | তারিখঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ | সময়ঃ সকাল ১১ টা

উদ্বোধক
শ্রী স্বপন দেবনাথ
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী
প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (বস্ত্র ও তাঁত)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্মানীয় অতিথি
শ্রী সুজিত বোস
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ
(স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

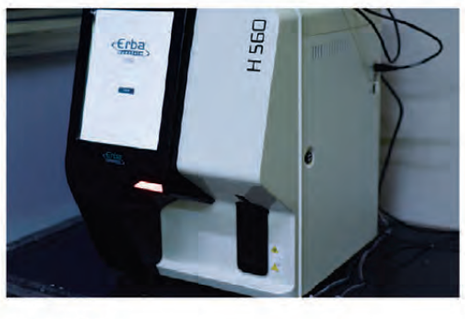

উন্নত পরিষেবা সমূহঃ
রক্ত ও সিরামের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা | আল্ট্রাসোনোগ্রাফি | ই.সি.জি |
পরজীবী সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা | শল্য চিকিৎসা | ডেন্টাল স্কেলিং।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-496(4)/2021

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
পঞ্চম তল, ৩৩, এন এস রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
মোবাইল নম্বর: ৯১-৬২৯২১৯১৩৭৭
ই-মেল: recoverykolknro@centralbank.co.in

ই-নিলামের তারিখ: ১৫.০৩.২০২১
বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা
৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ

"পরিশিষ্ট IV-A"
[রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়:
১২.০৩.২০২১
বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের পাশাপাশি বিশেষত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক (ব্যবহারিক দখলের প্রক্রিয়া চলছে)/ ব্যবহারিক* দখল নেওয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে সেখানে', 'যেমন আছে তেমন'** এবং **'যা কিছু আছে তা'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	সম্পত্তিগুলির বিশদ বিবরণ (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ বকেয়া অর্থাঙ্ক ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) বায়না জমা (ইএমডি) বিড গুণক (বিআইএ)
১	**মেসার্স ব্রিকার ইনফোসার্ভ** সল্ট লেক ব্রাঞ্চ	সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারিনী শ্রীমতী অনুরূপা চ্যাটার্জি**, স্বামী- শ্রী অয়নজিৎ চ্যাটার্জি। প্রেমিসেস নং ১৫১, তৃতীয় তল, পরিমাপ প্রায় ১৪৫০ বর্গফুট, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, থানা- টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০২৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল টাউনের অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ৩৭, ওয়ার্ড নং ৮৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- ১০/৪, এস আর দাস রোড এবং ১৪১, এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬; দক্ষিণ- কেএমসির ২০ ফুট চওড়া রাস্তা (অংশবিশেষে এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬); পূর্ব- ১৪৯, এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬; পশ্চিম- ১৫৩, এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬।	২১.০২.২০১৭ ₹১৪৪.৬৫ লক্ষ ০৭.০৬.২০১৯ (ব্যবহারিক দখল)	আরপি: ₹৭২.৩৪ লক্ষ ইএমডি: ₹৭.২৫ লক্ষ বিআইএ: ₹০.৭৩ লক্ষ
২	**মেসার্স সিং ট্রেডারস** মানিকতলা ব্রাঞ্চ	৮৫১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত নিম্নোক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ২১৫, ফ্ল্যাট নং সি০২, চতুর্থ তল, ঝিল রোড (ব্যাঙ্ক প্লট), তৎসহ নিম্নোক্ত জমির সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, আর এস দাগ নং ১৭২৫, আর এস খতিয়ান নং ৮২৭, মৌজা- ঢাকুরিয়া, জে এল নং ১৮, তৌজি নং বি-১, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- শিয়ালদা, থানা- কসবা, ওয়ার্ড নং ১০৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন। **স্বত্বাধিকারিনী: মিসেস রাজশ্রী ভি তেলাং**, স্বামী- রাকেশ কুমার সিং। **চৌহদ্দি:** উত্তর- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ১৪১ ও ১৪৪; পূর্ব- সাবেক প্রেমিসেস নং ১৫/২/৫; পশ্চিম- সাবেক তফসিলভুক্ত প্লট নং ১৫/২/২।	১৩.১২.২০১৮ ₹৫২.২৩ লক্ষ ১৮.০২.২০২১ (ব্যবহারিক দখল)	আরপি: ₹৩১.৭৭ লক্ষ ইএমডি: ₹৩.১৮ লক্ষ বিআইএ: ₹০.৩২ লক্ষ
৩	**মেসার্স নারী মঙ্গল শিল্প প্রতিষ্ঠান** রহড়া ব্রাঞ্চ	স্বত্বদলিল নং I-৫৫৫১ অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত **স্বত্বাধিকারী মিঃ নিত্যরঞ্জন দাস**, পিতা- প্রয়াত নীরঞ্জন দাস। কাঠামো (শেড) সমেত নিম্নোক্ত ৬ কাঠা ৬ ছটাক ০৫ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, এডিএসআর- ব্যারাকপুরে নিবন্ধীকৃত, আর এস নং ১০১, দাগ নং ৩২১, আর এস খতিয়ান নং ১৭৫, ওয়ার্ড নং ২১, জে এল নং ১৫, তৌজি নং ১৫৫, হোল্ডিং নং ২৫, মৌজা- নাটাগড়, মিলনগড়, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি:** উত্তর- নিত্যরঞ্জন দাসের আবাস বাড়ি; দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- প্লট নং 'ডি', সত্যরঞ্জন দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- পাঁচু ওঁরাওয়ের বাড়ি। স্বত্বদলিল নং I-৫৮৫৪ অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত **স্বত্বাধিকারী মিঃ নিত্যরঞ্জন দাস**, পিতা- প্রয়াত নীরঞ্জন দাস। কাঠামো (শেড) সমেত নিম্নোক্ত ২ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, এডিএসআর- ব্যারাকপুরে নিবন্ধীকৃত, আর এস নং ১০১, দাগ নং ৩২১, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৫, ওয়ার্ড নং ২১, জে এল নং ১৫, তৌজি নং ১৫৫, হোল্ডিং নং ২৫, মৌজা- নাটাগড়, মিলনগড়, পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- দাগ নং ৭৯২; দক্ষিণ- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব- নিত্যরঞ্জন দাসের জমি; পশ্চিম- পাঁচু ওঁরাওয়ের সম্পত্তি।	১৬.১০.২০১৪ ₹৩৫.২৮ লক্ষ ০৬.০৮.২০১৫ (প্রতীকী দখল)	আরপি: ₹৩৬.৭৪ লক্ষ ইএমডি: ₹৩.৬৮ লক্ষ বিআইএ: ₹০.৩৭ লক্ষ
৪	**মেসার্স বাবাজি মিলিং ইন্ডাস্ট্রিজ** উল্টাডাঙ্গা ব্রাঞ্চ	১ (এক) কাঠা ৬ (ছয়) ছটাক ও ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যেটি সংজ্ঞায়িত ও চিহ্নিত এরূপে: অংশবিশেষে প্রেমিসেস নং ৯/১বি, গোরাপদ সরকার লেন, পূর্বতন অংশবিশেষে প্রেমিসেস নং ৯ (তারও আগে প্রেমিসেস নং ১১), গুরুপদ সরকার লেন, থানা- উল্টাডাঙ্গা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস- শিয়ালদা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা- উল্টাডাঙ্গা ওরফে দাসপাড়া, ডিভিশন ২, সাব ডিভিশন ৯, হোল্ডিং নং ২৯এ, সরকারি তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ), তৎসহ এর ওপর নির্মিত বাড়ি ও কাঠামো। এডিএসআর-১, কলকাতা-তে নিবন্ধীকৃত দলিল নং ১৩১১৭/২০০৬ এবং দলিল নং ৯৬৩৩/২০০৮ অনুযায়ী **স্বত্বাধিকারী মিঃ রবীন্দ্র কুমার গুপ্তা।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- অংশবিশেষে প্রেমিসেস নং ৯/১বি, গোরাপদ সরকার লেন; দক্ষিণ- নং ৯/২৮/১বি, গোরাপদ সরকার লেন; পূর্ব- অন্যের জমি; পশ্চিম- অন্যের জমি।	২৮.০৮.২০১৮ ₹২৬.১৬ লক্ষ ০৯.১১.২০১৮ (প্রতীকী দখল)	আরপি: ₹৩৭.৭৫ লক্ষ ইএমডি: ₹৩.৮০ লক্ষ বিআইএ: ₹০.৪০ লক্ষ

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৩.২০২১, বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৪টা, কেবলমাত্র ব্যবহারিক দখলাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
ইএমডি জমা দেওয়ার তথ্যাবলি: অ্যাকাউন্ট নং- 3022511714, অ্যাকাউন্টের নাম: NORTH REGIONAL OFFICE- EXPS A/C, আইএফএসসি: CBIN0280107
শর্ত ও নিয়মাবলি:
১. এই ই-নিলাম **'যেখানে আছে সেখানে', 'যেমন আছে তেমন'** এবং **'যা কিছু আছে তা'** ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।
২. অনুমোদিত অফিসারের সর্বশেষ জ্ঞান অনুসারে উপরোক্ত কোনও সম্পত্তির ওপর কোনও প্রকার দায় বিদ্যমান নেই। তবে, বিড জমা দেওয়ার আগে আগ্রহী বিডারগণ নিজেরা স্বাধীনভাবে উক্ত সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও প্রকার দায়, নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলির স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সংক্রান্ত খোঁজখবর করে নেবেন।

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে পেতে, অনুগ্রহ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.centralbankofindia.co.in/English/e_auction.aspx** এবং **www.bankeauctions.com (মোবাইল: ৯৮১৩৮৮৭৯৩১)**-তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। লগ-ইন আইডি বা পাসওয়ার্ড তৈরি, তথ্য আপলোড করা, বিড জমা দেওয়া, অনলাইন ই-বিডিং প্রোসেস সংক্রান্ত যে কোনও প্রকার সহায়তার দরকার হলে আগ্রহী বিডাররা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ই-মেল আইডি: support@bankeauctions.com, হেল্পলাইন নম্বর: ০১২৪-৪৩০ ২০২১/২২/২৩/২৪।**

এই নোটিসটি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার (এবং তাঁর/তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীদের)-এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে একটি ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ সেল নোটিস হিসেবেও গণ্য করতে হবে।

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ২৬.০২.২০২১ **অনুমোদিত অফিসার, মোবাইল: ৬২৯২১৯১৩৭৭**